কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হল শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল পুরো ক্যাম্পাস এলাকা। সর্বশেষ গতকাল শনিবার বিকালের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী। তাদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রয়েছেন ১০ জন। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের সব সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা দুদিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

পরে প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠকে বসেছে বলে জানা গেছে। থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে ক্যাম্পাসে।

advertisement 3

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কাজী নজরুল ইসলাম হল শাখা ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়ায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নজরুল ইসলাম হল ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হাসান পলাশ রয়েছেন। এ ছাড়া গুরুতর অবস্থায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বায়েজিদ আহমেদ বাপ্পীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষ চলাকালে দুই হলেরই নেতাকর্মীরা প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে বাঁশ, গাছের ডাল, রড ও ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক থেকে দক্ষিণ মোড়, দক্ষিণ মোড় থেকে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হল, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের রোডের চারদিকে লাল ইটের টুকরা, কোমল পানীয়ের বোতল, ভাঙা গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখা গেছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময় মরমর করে শব্দ হচ্ছিল। ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র হলে কুবি ছাত্রলীগের নেতাদের দায়িত্বশীল ভূমিকায় দেখা যায়নি। শুক্রবার রাত থেকেই ক্যাম্পাসে ছিলেন না বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজ।

advertisement 4

জানা যায়, গত শুক্রবার দুপুরে নামাজে ‘সাইড’ চাওয়াকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে হাতাহাতিতে জড়ান কাজী নজরুল ইসলাম হল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ছাত্রলীগের কর্মীরা। এর জের ধরে সন্ধ্যা সাতটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চের সামনে কাজী নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগ কর্মী ফাহিম আবরারের ওপর অতর্কিত হামলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রলীগ কর্মী ও বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আকরাম হোসেন, সালাউদ্দিন আহমেদসহ কয়েকজন। এর ঘটনার জেরে এর পর রাত ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু হলসংলগ্ন একটি দোকানে কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রায় ৭-৮ জন ছাত্রলীগ কর্মী গিয়ে বঙ্গবন্ধু হলের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে মারধর করে। একপর্যায়ে সেই থেকে দুই হলের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়। এতে উভয় হলের প্রায় ১৫ জন আহত হন। রাত ১২টার দিকে শুরু হওয়া এ ঘটনায় দুই হলের মধ্যবর্তী স্থান রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেনÑ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাদাৎ মো. সায়েম, বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগ কর্মী ইকবাল হোসাইন, মবিনুল বারি রাকিব, অনুপ দাস, নজরুল হলের সাকিব হাসান দীপ ও আশরাফুল রায়হান। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বন্ধ থাকায় আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছিল। পরে তারা চিকিৎসা নিয়ে আবার হলে ফিরে এসেছে।

ঘটনাস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট ড. মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম, শেখ হাসিনা হলের প্রভোস্ট সাহেদুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাসির হোসেইন উপস্থিত হয়ে প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের শিক্ষার্থীদের ভেতরে নিয়ে হলের মূল ফটক আটকে দেন। এর পর কাজী নজরুল ইসলাম হলের শিক্ষার্থীদের হলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন। তবে এ ঘটনায় কাজী নজরুল ইসলাম হলের হল প্রশাসন কাউকে দেখা যায়নি। ঘটনার শেষ পর্যায়ে এ হলের হাউস টিউটর মো. এনামুল হক এসে উপস্থিত হন। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা এক প্রকার অভিভাবকহীন হয়ে আছি। এত বড় ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু আমাদের হল প্রশাসনের কাউকে পাইনি। এটা দায়িত্ব অবহেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

এ ব্যাপারে কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রভোস্ট মিহির লাল ভৌমিকের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। ঘটনাস্থলে থাকা নজরুল হলের হাউস টিউটর মো. এনামুল হক বলেন, ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। নজরুল হলের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রক্টরিয়াল বডির সঙ্গে সমন্বয় করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট ড. মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম বলেন, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হল প্রশাসন উপস্থিত হয়েছি। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত কী নেওয়া হবে তার জন্য সকালে আমরা সবাই মিলে বসব।

কুবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. রেজাউল ইসলাম মাজেদ বলেন, আমি ঘটনাটা দেখেছি। দুই হলের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ হলে পাঠিয়েছি। যেহেতু দুই হলের শিক্ষার্থীরা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। তার জন্য প্রেসিডেন্টসহ বসে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) খায়রুল বাসার সাকিব বলেন, আমি ঘটনার সময় বাড়িতে থাকায় ঘটনাস্থলে ছিলাম না। যতটুকু শুনেছি দুই হল শিক্ষার্থীরা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত সংগঠন থেকে নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে কাজী নজরুল হল ছাত্রলীগের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) নাজমুল হাসান পলাশ বলেন, বঙ্গবন্ধু হলের পোলাপান আমাদের হলে এসে হামলা চালায়। আমি হলের সবাইকে ভেতরে রাখার চেষ্টা করেছি। এ রকম নৃশংস হামলার বিচার চাই।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী বলেন, আমরা প্রক্টরিয়াল বডি ঘটনাস্থলে এসে পরিবেশ শান্ত করেছি। পরে হল প্রশাসনের সঙ্গে বসে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কুবিতে আগামী দুই দিনের সেমিস্টার পরীক্ষা স্থগিত

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের সব সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা আগামী দুদিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিষয়ে মিটিং শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএফএম আবদুল মঈনের উপস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় বলা হয়েছে, আজ ও আগামীকালের সব সেমিস্টার পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত হওয়া পরীক্ষাগুলো পরে রিশিডিউল করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দুই হলের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।